মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪৭৪৭

পর্ব-২৫: শিষ্টাচার (كتاب الآداب)

পরিচ্ছেদঃ ৭. প্রথম অনুচ্ছেদ - হাসি

بَابُ الضِّحْكِ

আরবী

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّة فيضحكون ويبتسم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي: يتناشدون الشّعْرَ

বাংলা

৪৭৪৭-[৩] জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে স্থানে ফজরের সালাত আদায় করতেন সূর্য পূর্ণরূপে উদয় না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্থান হতে উঠতেন না। সূর্য উদয় হলে উঠে দাঁড়াতেন। আর ইত্যবসরে কথাবার্তা বলতেন এবং জাহিলিয়্যাত যুগের কাজ-কারবারের আলোচনা করে সাহাবায়ে কিরাম হাসতেন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও মুচকি হাসতেন। (মুসলিম)[1]তিরমিযী’র এক বর্ণনায় আছে যে, সাহাবায়ে কিরাম কবিতা আবৃত্তিও করতেন।

ফুটনোট

[1] সহীহ : মুসলিম ২৮৬-(৬৭০), ৬৯-(২৩২২); তিরমিযী ২৮৫০, আবূ দাঊদ ১২৯৪, মুসনাদে আহমাদ ২০৮৪৪, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৯০০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৭২০, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪৩২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪৩৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৮১।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যাঃ ইমাম নাববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ এ সময় ফজরের সালাতের পর জিকর করা মুস্তাহাব। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের বসার স্থানে সার্বক্ষণিক থাকতেন যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সমস্যা না হত।

কাযী ‘ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ সালাফগণ এই সুন্নাতের উপর সর্বদা ‘আমল করতেন। তারা সংক্ষিপ্ত করতেন এ ব্যাপারে জিকর ও দু‘আর উপর। এমনকি সূর্য উদয় হত।

ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর গ্রন্থে এবং ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর সুনানে তুহফাতুল আহ্ওয়াযীতে রয়েছে, জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এক শতকের অধিকবার বসেছি, অতঃপর সাহাবীরা কবিতা পাঠ করতেন এবং তারা উল্লেখ করতেন, জাহিলিয়্যাতের অনেক বিষয় এবং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন চুপ থাকতেন এবং অনেক সময় তাদের সঙ্গে মুচকি হাসতেন।

শিক্ষণীয় : আমরা ফজরের সালাত আদায় করার পর হতে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত যিকরে ও দু‘আতে লিপ্ত থাকব এবং পরে সম্ভব হলে সূর্য উঠার পর দুই রাক্‘আত ইশরাকের সালাত আদায় করব। [সম্পাদক]

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ জাবির ইবনু সামুরাহ (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=75471

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন